অধ্যায়

জাতিসংঘ

The United Nations

এই অধ্যায়ে

১	জাতিসংঘের জন্ম ও সনদ	২
২	সাধারণ পরিষদ ও সদস্যপদ	৪
৩	জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ	৮
৪	মহাসচিব ও সচিবালয়	১২
৫	আন্তর্জাতিক আদালত, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ, অছি পরিষদ	১৪
৬	শান্তিরক্ষা মিশন ও বাংলাদেশ	১৭
৭	বিশেষায়িত সংস্থা ১: শিক্ষা, সংস্কৃতি, স্বাস্থ্য, খাদ্য ও শ্রম	১৯
৮	বিশেষায়িত সংস্থা ২: যোগাযোগ, কারিগরি, শিল্প ও পরমাণু	২৩
৯	তহবিল, কর্মসূচি, দপ্তর ও আঞ্চলিক কমিশন	২৬
১০	মানবাধিকার: সর্বজনীন ঘোষণা আর প্রধান কনভেনশন	২৯
১১	সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য থেকে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য	৩৩

> **কীভাবে পড়বেন:** ডানের সরু কলামে বিসিএস প্রিলিতে আসা প্রশ্ন আর উত্তর; প্রতিটির নিচে "পৃ." দেখায় মূল লেখার কোন পাতায় ব্যাখ্যা আছে। মূল লেখায় গাঢ় শব্দই পরীক্ষার উত্তর, পাশে ছোট সবুজ লেখায় কোন বিসিএসে এসেছে। পাতার নিচে ফাঁদ আর সাল, শেষে রিটেন প্রস্তুতি।

লিয়ানা বুকস

অনুচ্ছেদ ১

জাতিসংঘের জন্ম ও সনদ

Birth of the UN and the Charter

> ১৪ আগস্ট ১৯৪১, বিশ্বজুড়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলছে। নিউফাউন্ডল্যান্ডের উপকূলে প্লাসেনশিয়া উপসাগরে এক যুদ্ধজাহাজে বৈঠকে বসেন যুক্তরাষ্ট্রের **ফ্রাঙ্কলিন ডি. রুজভেল্ট** আর যুক্তরাজ্যের **উইনস্টন চার্চিল** [২৬ প্রিলি]। বৈঠক শেষে তাঁরা যুদ্ধ-পরবর্তী বিশ্বের কয়েকটি নীতি নিয়ে একটি যৌথ ঘোষণা দেন, যার নাম আটলান্টিক সনদ। যুদ্ধ শেষে সেই নীতির ওপরই গড়ে ওঠে নতুন বিশ্বসংস্থা, আর "জাতিসংঘ" (United Nations) নামটিও দেন রুজভেল্ট নিজে।

১.১ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মাঝেই জন্মের পরিকল্পনা

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ১৯২০ সালে গড়া লীগ অব নেশনস (League of Nations) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ঠেকাতে পারেনি; বড় শক্তিগুলো একে একে সরে যাওয়ায় সংস্থাটি অকার্যকর হয়ে পড়ে। তাই যুদ্ধ চলতে চলতেই নতুন সংস্থার কথা শুরু হয়।

ফেব্রুয়ারি ১৯৪৫-এ ক্রিমিয়ার ইয়াল্টায় বসেন রুজভেল্ট, চার্চিল আর সোভিয়েত ইউনিয়নের জোসেফ স্তালিন। ইয়াল্টা সম্মেলনের একটি প্রধান ফল ছিল **ভেটো** ক্ষমতা: পদ্ধতিগত বিষয় ছাড়া অন্য সব প্রস্তাবে নিরাপত্তা পরিষদের পাঁচ বড় শক্তির যেকোনো একটি "না" বললেই প্রস্তাব আটকে যাবে (বিস্তারিত জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ, পৃ. ৮)। একই সম্মেলনে ঠিক হয়, এপ্রিলে সান ফ্রান্সিসকোয় সম্মেলন ডেকে **জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠা** করা হবে [৩৬ প্রিলি]।

সান ফ্রান্সিসকো সম্মেলনের শেষ দিন, **২৬ জুন ১৯৪৫**, সনদে স্বাক্ষর করে ৫০টি দেশ [৩০ রিটেন]। **পোল্যান্ড** সম্মেলনে উপস্থিত ছিল না, তবু ১৫ অক্টোবর ১৯৪৫ স্বাক্ষর করে ৫১তম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হয় [২৪ প্রিলি]। পাঁচ স্থায়ী সদস্যসহ বেশির ভাগ স্বাক্ষরকারী দেশ অনুসমর্থন করলে **২৪ অক্টোবর ১৯৪৫** সনদ কার্যকর হয় [৪৮ প্রিলি]। এই জন্মদিনই প্রতি বছর **জাতিসংঘ দিবস** [১১ প্রিলি]।

জাতিসংঘ গড়ার পাঁচ ধাপ: কোনটায় কী ঠিক হলো

এক নজরে

জন্ম **২৪ অক্টোবর ১৯৪৫**	প্রতিষ্ঠাতা সদস্য **৫১**
সনদে স্বাক্ষর **২৬ জুন ১৯৪৫**	সদর দপ্তর **নিউইয়র্ক**
দাপ্তরিক ভাষা **৬**	সনদে ধারা **১১১**

পরীক্ষায় যা এসেছে

আনুষ্ঠানিক আত্মপ্রকাশ
২৪ অক্টোবর ১৯৪৫
[৪৮ প্রিলি] → পৃ. ২

ইয়াল্টা সম্মেলনের একটি লক্ষ্য
জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠা
[৩৬ প্রিলি] → পৃ. ২

সদর দপ্তর
নিউইয়র্ক
[২৯ ও ১৯ প্রিলি] → পৃ. ৩

আটলান্টিক সনদে স্বাক্ষরকারী
রুজভেল্ট ও চার্চিল
[২৬ প্রিলি]

সম্মেলনে না থেকেও প্রতিষ্ঠাতা সদস্য
পোল্যান্ড
[২৪ প্রিলি] → পৃ. ২

জাতিসংঘ দিবস
২৪ অক্টোবর
[১১ প্রিলি] → পৃ. ২

জার্মান, হিন্দি বা জাপানি জাতিসংঘের দাপ্তরিক ভাষা নয়।

সাল	ঘটনা	প্রধান ফল
১৪ আগস্ট ১৯৪১	**আটলান্টিক সনদ**, আটলান্টিক মহাসাগরে জাহাজে	যুদ্ধ-পরবর্তী বিশ্বের নীতি ঘোষণা
১ জানুয়ারি ১৯৪২	**জাতিসংঘের ঘোষণা**, ওয়াশিংটন	২৬টি দেশ, "জাতিসংঘ" নামের প্রথম ব্যবহার
আগস্ট-অক্টোবর ১৯৪৪	**ডাম্বারটন ওকস সম্মেলন**, ওয়াশিংটন	সংস্থার কাঠামোর খসড়া
ফেব্রুয়ারি ১৯৪৫	**ইয়াল্টা সম্মেলন**, ক্রিমিয়া	**ভেটো**; প্রতিষ্ঠা সম্মেলন ডাকার সিদ্ধান্ত
২৫ এপ্রিল-২৬ জুন ১৯৪৫	**সান ফ্রান্সিসকো সম্মেলন**	সনদ চূড়ান্ত ও স্বাক্ষর

১.২ সনদ: পরীক্ষায় বারবার আসা ধারা

সনদে আছে একটি প্রস্তাবনা, ১৯টি অধ্যায় আর ১১১টি ধারা।

সনদের যে ধারাগুলো পরীক্ষায় বারবার আসে

ধারা	কী বলে
১	লক্ষ্য: শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা, জাতিগুলোর বন্ধুত্ব ও সহযোগিতা
২	নীতি: সার্বভৌম সমতা, বিরোধের শান্তিপূর্ণ মীমাংসা, বলপ্রয়োগ নয়
২(৭)	কোনো দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ নয়
৭	ছয় প্রধান অঙ্গ
৯, ১৮	সব সদস্য সাধারণ পরিষদে; প্রতিটি দেশের ভোট একটি
২৩, ২৭	নিরাপত্তা পরিষদে ১৫ সদস্য; ভোটের নিয়ম ও ভেটো
৯২-৯৬	আন্তর্জাতিক আদালত
৯৭, ৯৯	মহাসচিবের নিয়োগ ও ক্ষমতা
১০৮	সনদ সংশোধন: সাধারণ পরিষদের দুই-তৃতীয়াংশ ভোট, আর পাঁচ স্থায়ী সদস্যসহ দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের অনুসমর্থন

১.৩ সদর দপ্তর, দপ্তর আর আঞ্চলিক কমিশন

জাতিসংঘের সদর দপ্তর **নিউইয়র্কের** ম্যানহাটনে, ইস্ট রিভারের তীরে [২৯ ও ১৯ প্রিলি]। জমিটি জন ডি. রকফেলার জুনিয়র ৮৫ লাখ ডলারে কিনে দান করেন (ডিসেম্বর ১৯৪৬)। ভবনের নকশা করে মার্কিন স্থপতি ওয়ালেস হ্যারিসনের নেতৃত্বে ১০ দেশের স্থপতির একটি বোর্ড্ মূল গড়ন ফ্রান্সের লে করবুজিয়ে আর ব্রাজিলের অস্কার নিমেয়ারের।

নিউইয়র্কের বাইরে জাতিসংঘের আরও তিনটি বড় দপ্তর আছে: **জেনেভা** (সুইজারল্যান্ড), **ভিয়েনা** (অস্ট্রিয়া) আর **নাইরোবি** (কেনিয়া)। অঞ্চলভিত্তিক উন্নয়নের কাজ দেখে পাঁচটি আঞ্চলিক কমিশন; বাংলাদেশ ESCAP-এর সদস্য।

পাঁচ আঞ্চলিক কমিশন: কোন অঞ্চল, সদর দপ্তর কোথায়

কমিশন	অঞ্চল	সদর দপ্তর
ESCAP	এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগর (বাংলাদেশসহ)	**ব্যাংকক**
ECA	আফ্রিকা	আদ্দিস আবাবা
ECE	ইউরোপ	জেনেভা
ECLAC	লাতিন আমেরিকা ও ক্যারিবীয়	সান্তিয়াগো
ESCWA	পশ্চিম এশিয়া	বৈরুত

জাতিসংঘের দাপ্তরিক ভাষা ৬টি:

- ইংরেজি, ফরাসি, রুশ, চীনা, স্প্যানিশ (১৯৪৫ থেকে)
- আরবি (যোগ হয় ১৯৭৩ সালে)

সচিবালয়ের কাজের ভাষা দুটি, ইংরেজি ও ফরাসি। পতাকা হালকা নীল জমিনে সাদা প্রতীক: উত্তর মেরু থেকে দেখা বিশ্বের মানচিত্র, দুই পাশে শান্তির চিহ্ন জলপাই পাতা; গৃহীত ১৯৪৭ সালে।

পরীক্ষার ফাঁদ

নাম এক বলে দুই "সনদ" গুলিয়ে যায়

বিষয়	আটলান্টিক সনদ	জাতিসংঘ সনদ
সাল	**১৯৪১** (১৪ আগস্ট)	**১৯৪৫**
কারা	দুই নেতা: রুজভেল্ট ও চার্চিল	সম্মেলনে ৫০টি দেশ
কোথায়	নিউফাউন্ডল্যান্ডের উপকূলে যুদ্ধজাহাজে	**সান ফ্রান্সিসকো**
দলিলের ধরন	**যৌথ ঘোষণা**	সংস্থা গড়ার **চুক্তি**

মনে রাখুন

- আটলান্টিক সনদে নেতা দুজন (রুজভেল্ট, চার্চিল); ইয়াল্টায় তিনজন (সঙ্গে স্তালিন)।
- লীগ অব নেশনসের বিলোপ এপ্রিল ১৯৪৬, জাতিসংঘের জন্মের পরে।
- স্বাক্ষর ২৬ জুন, কার্যকর ২৪ অক্টোবর।

বিসিএস রিটেন প্রশ্ন

৩০তম বিসিএস: জাতিসংঘ সনদ কবে স্বাক্ষরিত হয়? জাতিসংঘ দিবস কবে?

- স্বাক্ষর: ২৬ জুন ১৯৪৫, সান ফ্রান্সিসকো সম্মেলনের শেষ দিনে, ৫০টি দেশ।
- জাতিসংঘ দিবস ২৪ অক্টোবর, কারণ ১৯৪৫ সালের এই দিনে সনদ কার্যকর হয়।
- দুই নম্বরের প্রশ্ন হলেও এক লাইনে যোগ করুন, পোল্যান্ড পরে স্বাক্ষর করে ৫১তম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য।

তথ্যসূত্র: জাতিসংঘ সনদ (প্রস্তাবনা, ধারা ১, ২, ৭); আটলান্টিক সনদ (১৯৪১); জাতিসংঘের ঘোষণা (১৯৪২); un.org (সদর দপ্তরের ইতিহাস, আঞ্চলিক কমিশন)।

অনুচ্ছেদ ২

সাধারণ পরিষদ ও সদস্যপদ

General Assembly and Membership

> সাধারণ পরিষদের সভাপতি এক বছর অধিবেশন চালান, আর পদটি পাঁচটি আঞ্চলিক গ্রুপের মধ্যে পালা করে ঘোরে। সাধারণত যে গ্রুপের পালা, তারা একজন প্রার্থীতে একমত হয় বলে ভোট লাগে না। ২০২৬ সালে এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় গ্রুপের পালায় প্রার্থী ছিলেন দুজন, তাই ২ জুন নিউইয়র্কে গোপন ব্যালট হয়। বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী **ড. খলিলুর রহমান** ৯৯-৯১ ভোটে সাইপ্রাসের আন্দ্রেয়াস কাকুরিসকে হারান; ১৯৮৬ সালের পর ৪০ বছরে এই প্রথম আবার বাংলাদেশ সেই আসনে।

সাধারণ পরিষদ (General Assembly) : জাতিসংঘের ছয় প্রধান অঙ্গের একটি। ধারা ৯ অনুযায়ী জাতিসংঘের সব সদস্য এর সদস্য; প্রতিটি সদস্য দেশের একটি আসন আর একটি ভোট।

এক নজরে

সদস্য **১৯৩ (নভেম্বর ২০২৬)**	প্রতিষ্ঠায় **৫১**
সর্বশেষ **দক্ষিণ সুদান**	বাংলাদেশ **১৩৬তম**
পর্যবেক্ষক রাষ্ট্র **২**	প্রথম অধিবেশন **১৯৪৬, লন্ডন**

পরীক্ষায় যা এসেছে

২.১ এক দেশ এক ভোট

প্রতিটি সদস্য দেশ সর্বোচ্চ **পাঁচজন** প্রতিনিধি পাঠাতে পারে [২৩ প্রিলি]। তবে প্রতিনিধি যতজনই হোক, ধারা ১৮ অনুযায়ী ভোট একটিই। ছোট দ্বীপদেশ হোক বা বড় শক্তি, সব সদস্য রাষ্ট্রের ভোটের গুরুত্ব সমান, কারো ভেটো দেওয়ার ক্ষমতা নেই।

গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রয়োজন হয় উপস্থিত ও ভোটদাতাদের দুই-তৃতীয়াংশের সমর্থন। এমন সিদ্ধান্ত:

- শান্তি ও নিরাপত্তা নিয়ে সুপারিশ
- নিরাপত্তা পরিষদ, ECOSOC ও অন্য পরিষদের নির্বাচন
- নতুন সদস্য নেওয়া, সদস্যপদ স্থগিত বা বহিষ্কার
- বাজেট

অন্য সিদ্ধান্তে সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতাই যথেষ্ট।

কেন হয়: সাধারণ পরিষদের প্রস্তাব সাধারণত সুপারিশ, কোনো দেশকে মানতে বাধ্য করে না। বাধ্য করার ক্ষমতা সনদ দিয়েছে নিরাপত্তা পরিষদকে, যেখানে সদস্য কম আর বড় শক্তিগুলোর আসন স্থায়ী। তাই সবার সমান ভোটের এই সভা বিশ্বের মত জানানোর জায়গা, আদেশ দেওয়ার জায়গা নয়। তবে নিজের ঘরের কাজে, যেমন বাজেট অনুমোদনে (ধারা ১৭), এর সিদ্ধান্ত বাধ্যতামূলক।

২.২ অধিবেশন

বার্ষিক অধিবেশন এখন শুরু হয় **সেপ্টেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহের মঙ্গলবার**, ২০২৩ সাল (৭৮তম অধিবেশন) থেকে (প্রস্তাব ৭৫/৩২৫) [৪৪ ও ১০ প্রিলি]। বিশ্বনেতারা ভাষণ দেন সাধারণ বিতর্কে (General Debate), যা শুরু হয় পরের সপ্তাহের মঙ্গলবার।

কী	আগে	এখন (২০২৩ থেকে)
অধিবেশন শুরু	তৃতীয় সপ্তাহের মঙ্গলবার	**দ্বিতীয় সপ্তাহের মঙ্গলবার**

নিয়মিত অধিবেশনের বাইরে বিশেষ অধিবেশন আর জরুরি বিশেষ অধিবেশনও বসে। ১৯৫০ সালে **কোরীয় যুদ্ধের** সময় নিরাপত্তা পরিষদ সোভিয়েত ভেটোতে আটকে গেলে সাধারণ পরিষদ "শান্তির জন্য ঐক্য" (Uniting for Peace) প্রস্তাব নেয়: নিরাপত্তা পরিষদ অচল হলে সাধারণ পরিষদ নিজেই জরুরি বিশেষ অধিবেশন ডেকে সুপারিশ করতে পারবে [১৭ প্রিলি]। ১৯৭৪ সালে **ষষ্ঠ বিশেষ অধিবেশনে** গৃহীত হয় "নয়া আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা" (NIEO) ঘোষণা [১৭ প্রিলি]।

কোনটি সদস্য নয়
পশ্চিম সাহারা
[৪৯ প্রিলি] → পৃ. ৬

বর্তমান সদস্যসংখ্যা
১৯৩
[৪৮ ও ১০ প্রিলি] → পৃ. ৬

বার্ষিক অধিবেশন শুরুর দিন
সেপ্টেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহের মঙ্গলবার (২০২৩ থেকে; পরীক্ষার সময় ছিল তৃতীয় সপ্তাহ)
[৪৪ ও ১০ প্রিলি] → পৃ. ৫

প্রতিষ্ঠাকালে সদস্য
৫১
[৩৯ প্রিলি] → পৃ. ৬

প্রথম বাংলাদেশি সভাপতি
হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী
[২৭ প্রিলি] → পৃ. ৬

বাংলাদেশ কততম সদস্য
১৩৬তম
[২৭ প্রিলি] → পৃ. ৬

সুইজারল্যান্ডের সদস্যপদ
১০ সেপ্টেম্বর ২০০২
[২৪ প্রিলি] → পৃ. ৬

২.৩ সদস্যপদ

সদস্যপদের মূল সংখ্যা

কী	সংখ্যা বা দেশ
প্রতিষ্ঠাকালে (১৯৪৫)	**৫১** [৩৯ প্রিলি]
এখন (নভেম্বর ২০২৬)	**১৯৩** [৪৮ ও ১০ প্রিলি]
সর্বশেষ সদস্য	**দক্ষিণ সুদান**, ১৪ জুলাই ২০১১ [২৭ রিটেন]
বাংলাদেশ	**১৩৬তম**, ১৭ সেপ্টেম্বর ১৯৭৪, ২৯তম অধিবেশনে [২৭ প্রিলি]
জনসংখ্যায় সবচেয়ে ছোট সদস্য	**টুভালু**, ওশেনিয়া [১৩ রিটেন]
পর্যবেক্ষক রাষ্ট্র	হলি সি, ফিলিস্তিন

হালনাগাদ: নভেম্বর ২০২৬

নতুন সদস্য নেয় সাধারণ পরিষদ, তবে আগে নিরাপত্তা পরিষদের সুপারিশ লাগে (ধারা ৪)। কয়েকটি দেশ ও অঞ্চলের অবস্থান নিয়ে প্রশ্ন বারবার আসে:

সদস্য নয়, পর্যবেক্ষক, না দেরিতে সদস্য

দেশ বা অঞ্চল	অবস্থান	কেন
পশ্চিম সাহারা [৪৯ প্রিলি]	সদস্য নয়	জাতিসংঘের তালিকায় অ-স্বশাসিত অঞ্চল
তাইওয়ান	সদস্য নয়	১৯৭১-এ প্রস্তাব ২৭৫৮: চীনের আসন গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের
কসোভো	সদস্য নয়	২০০৮-এ স্বাধীনতা ঘোষণা; রাশিয়া-চীনের আপত্তি
ফিলিস্তিন	পর্যবেক্ষক রাষ্ট্র	২০১২ থেকে (প্রস্তাব ৬৭/১৯); ভোট নেই
হলি সি (ভ্যাটিকান)	পর্যবেক্ষক রাষ্ট্র	১৯৬৪ থেকে; ভোট নেই
সুইজারল্যান্ড	সদস্য, **১০ সেপ্টেম্বর ২০০২** [২৪ প্রিলি]	গণভোটের পর; আগে বহু বছর সদস্য ছিল না [১৭ প্রিলি]

২.৪ সাধারণ পরিষদে বাংলাদেশ

বাংলাদেশের সদস্যপদ আটকে ছিল ১৯৭২ সালে চীনের ভেটোতে; ১৯৭৪-এ সেই বাধা কাটে (জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ, পৃ. ৮)। সদস্য হওয়ার আট দিন পর, **২৫ সেপ্টেম্বর ১৯৭৪**, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সাধারণ পরিষদে **বাংলায়** ভাষণ দেন; জাতিসংঘে বাংলায় এটাই প্রথম ভাষণ।

সাধারণ পরিষদে বাংলাদেশ

সাল	ঘটনা
১৯৭৪	বঙ্গবন্ধুর বাংলায় ভাষণ (২৫ সেপ্টেম্বর), জাতিসংঘে বাংলায় প্রথম ভাষণ
১৯৮৬	**হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী** সভাপতি, ৪১তম অধিবেশন (১৯৮৬-৮৭) [২৭ প্রিলি]
২০২৬	**ড. খলিলুর রহমান** সভাপতি, ৮১তম অধিবেশন (২০২৬-২৭), শুরু ৮ সেপ্টেম্বর

সাধারণ পরিষদের কয়েকটি সাল ও সংখ্যা

বিষয়	সাল	খুঁটিনাটি
প্রথম অধিবেশন	১৯৪৬	**১০ জানুয়ারি, লন্ডনে**
সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা	১৯৪৮	১০ ডিসেম্বর গৃহীত
এজেন্ডা ২০৩০ (SDG)	২০১৫	**৭০তম অধিবেশনে**, ২৫ সেপ্টেম্বর
নারী সভাপতি ৫ জন	১৯৫৩-২০২৫	বিজয়া লক্ষ্মী পণ্ডিত (১৯৫৩) থেকে আনালেনা বেয়ারবক (২০২৫)

পরীক্ষায় আরও যা এসেছে

প্রতি দেশের সর্বোচ্চ প্রতিনিধি
পাঁচজন
[২৩ প্রিলি] → পৃ. ৫

তখন সদস্য ছিল না
সুইজারল্যান্ড
[১৭ প্রিলি] → পৃ. ৫

নয়া আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা
ষষ্ঠ বিশেষ অধিবেশন
[১৭ প্রিলি] → পৃ. ৫

"শান্তির জন্য ঐক্য"-এর প্রেক্ষাপট
কোরীয় যুদ্ধ
[১৭ প্রিলি] → পৃ. ৫

মনে রাখুন

- ১৭ সেপ্টেম্বর ১৯৭৪ একসঙ্গে তিন নতুন সদস্য: বাংলাদেশ, গ্রেনাডা, গিনি-বিসাউ।
- হলি সি সদস্য নয়, তাই জনসংখ্যায় সবচেয়ে ছোট সদস্য টুভালু।

ড. খলিলুর রহমান ১৯৭৯ সালে বিসিএস দিয়ে পররাষ্ট্র ক্যাডারে যোগ দেন; পরে প্রায় ২৫ বছর জাতিসংঘ সচিবালয়ে, UNCTAD-এ কাজ করেন। পররাষ্ট্রমন্ত্রী ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ থেকে।

হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী সভাপতি হওয়ার সময় ছিলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী, পরে জাতীয় সংসদের স্পিকার।

বিসিএস রিটেন প্রশ্ন

২৮তম বিসিএস: সাধারণ পরিষদের বার্ষিক অধিবেশন কোন দিন শুরু হয়?

- এখন সেপ্টেম্বরের **দ্বিতীয় সপ্তাহের** মঙ্গলবার (২০২৩ থেকে, প্রস্তাব ৭৫/৩২৫); আগে ছিল তৃতীয় সপ্তাহ, পুরোনো নিয়মটা বন্ধনীতে লিখে দিতে পারেন।

২৭তম বিসিএস: জাতিসংঘের সর্বশেষ সদস্য কোন দেশ?

- দক্ষিণ সুদান, ১৯৩তম, ১৪ জুলাই ২০১১।

১৩তম বিসিএস: জনসংখ্যায় ক্ষুদ্রতম সদস্য কোনটি, কোন মহাদেশে?

- টুভালু, ওশেনিয়া। হলি সি (ভ্যাটিকান) সদস্য নয়, তাই উত্তরে ভ্যাটিকান লিখবেন না।

১১তম বিসিএস: ১৬ অক্টোবর আর ১০ ডিসেম্বরের তাৎপর্য।

- ১৬ অক্টোবর বিশ্ব খাদ্য দিবস: ১৯৪৫ সালের এই দিনে FAO প্রতিষ্ঠা।
- ১০ ডিসেম্বর মানবাধিকার দিবস: ১৯৪৮ সালের এই দিনে সাধারণ পরিষদে সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা গৃহীত।
- এমন দিবসের প্রশ্নে সব সময় দুই অংশ লিখুন: কী দিবস, আর কেন এই তারিখ।

তথ্যসূত্র: জাতিসংঘ সনদ, ধারা ৪, ৯, ১৭, ১৮; সাধারণ পরিষদের প্রস্তাব ৬৭/১৯ ও ৭৫/৩২৫; সাধারণ পরিষদের সভার নথি (২ জুন ২০২৬); বাংলাদেশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বিজ্ঞপ্তি (৭ জুন ২০২১)।

অনুচ্ছেদ ৩

জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ

UN Security Council

> ডিসেম্বর ১৯৭১, বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধ চলছে। ৩ ডিসেম্বর পাকিস্তান ভারতের বিমানঘাঁটিতে হামলা করলে ভারতও সরাসরি যুদ্ধে নামে, মিত্রবাহিনী হিসেবে মুক্তিবাহিনীর পাশে। পরদিন, ৪ ডিসেম্বর, যুক্তরাষ্ট্র নিরাপত্তা পরিষদে যুদ্ধবিরতি আর দুই দেশের সেনা নিজ নিজ সীমান্তে ফেরানোর খসড়া তোলে। লড়াই তখন থামলে পাকিস্তানি বাহিনী বাংলাদেশে যেখানে ছিল সেখানেই থেকে যেত। খসড়ার পক্ষে ১১টি ভোট পড়ে, কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়নের একটি "না"-তে তা আটকে যায়। দুই সপ্তাহে এমন ভেটো আসে তিনবার, আর কোনো যুদ্ধবিরতি পাস হওয়ার আগেই ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করে, যুদ্ধের অবসান ঘটে।

নিরাপত্তা পরিষদ (Security Council) জাতিসংঘের ছয় প্রধান অঙ্গের একটি (ধারা ৭)। ধারা ২৪ অনুযায়ী আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার প্রধান দায়িত্ব নিরাপত্তা পরিষদের, আর সব সদস্যের পক্ষ হয়ে এটি কাজ করে।

এক নজরে

মোট সদস্য **১৫**	স্থায়ী **৫**
অস্থায়ী **১০**	মেয়াদ **২ বছর**
সিদ্ধান্তে ভোট **৯**	বাংলাদেশ **১৯৭৯-৮০, ২০০০-০১**

পরীক্ষায় যা এসেছে

অস্থায়ী সদস্যের মেয়াদ
২ বছর
[৪৪ প্রিলি] → পৃ. ৮

পি৫ (P5) মানে
পাঁচ স্থায়ী সদস্য রাষ্ট্র
[৪০ প্রিলি] → পৃ. ৮

৩.১ পনেরো আসন, দুই রকম সদস্য

সনদের অধ্যায় ৫ (ধারা ২৩-৩২) নিরাপত্তা পরিষদের গঠন, কাজ আর ভোটের নিয়ম বলে। মূল সনদে সদস্য ছিল **১১টি** (৫ স্থায়ী, ৬ অস্থায়ী) [১৬ প্রিলি]; নতুন স্বাধীন দেশ যোগ দিয়ে জাতিসংঘ বড় হলে সনদ সংশোধন করে ১৯৬৫ থেকে সংখ্যাটা ১৫।

দুই রকম সদস্য

বিষয়	স্থায়ী সদস্য (P5)	অস্থায়ী সদস্য
সংখ্যা	৫	১০
কারা	**যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, রাশিয়া, চীন** [৩৭ প্রিলি]	আঞ্চলিক ভাগে নির্বাচিত
মেয়াদ	স্থায়ী	**২ বছর** [৪৪ প্রিলি]
ভেটো	আছে	নেই
মহাদেশ	উত্তর আমেরিকা ১, ইউরোপ ৩ (রাশিয়াসহ), এশিয়া ১	আফ্রিকা ৩, এশিয়া-প্রশান্ত ২, লাতিন আমেরিকা ২, পশ্চিম ইউরোপ ও অন্যান্য ২, পূর্ব ইউরোপ ১

পাঁচ স্থায়ী সদস্যকে একসঙ্গে বলে পি৫ (P5), অর্থাৎ **পাঁচ স্থায়ী সদস্য রাষ্ট্র** [৪০ প্রিলি]। সনদে অবশ্য এখনো পুরোনো দুটি নাম লেখা: "চীন প্রজাতন্ত্র" আর "সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র ইউনিয়ন"। ১৯৭১ সাল পর্যন্ত চীনের আসন ছিল তাইওয়ানভিত্তিক চীন প্রজাতন্ত্রের; সে বছর সাধারণ পরিষদের প্রস্তাব ২৭৫৮-এ আসনটি পায় গণপ্রজাতন্ত্রী চীন, তাই তাইওয়ানের এখন কোনো আসন বা ভেটো নেই। ১৯৯১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের আসন পায় রাশিয়া। আফ্রিকা আর লাতিন আমেরিকা থেকে কোনো স্থায়ী সদস্য নেই।

অস্থায়ী সদস্য নির্বাচনের নিয়ম:

- নির্বাচন করে সাধারণ পরিষদ, গোপন ব্যালটে, দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে
- প্রতি বছর অর্ধেক, মানে ৫টি আসনে নির্বাচন; তাই যেকোনো সময় ৫ জন প্রথম বছরে, ৫ জন দ্বিতীয় বছরে

- মেয়াদ শেষে সঙ্গে সঙ্গে আবার নির্বাচিত হওয়া যায় না

ধারা ২৮ অনুযায়ী নিরাপত্তা পরিষদ এমনভাবে গঠিত যাতে যেকোনো সময় কাজ করতে পারে; এজন্য প্রতিটি সদস্যের প্রতিনিধি সব সময় নিউইয়র্কে সদর দপ্তরে থাকেন। সভাপতির পদ ঘোরে ইংরেজি বর্ণমালার ক্রমে, প্রতি দেশ এক মাস।

৩.২ ভোট আর ভেটো

ধারা ২৭ অনুযায়ী প্রতি সদস্যের এক ভোট, আর সিদ্ধান্তে লাগে ১৫-র মধ্যে ৯টি "হ্যাঁ"। তফাত বিষয়ের ধরনে:

কোন বিষয়ে ভেটো চলে

বিষয়	পদ্ধতিগত বিষয়	অন্য সব বিষয়
উদাহরণ	সভার আলোচ্যসূচি, সভা মুলতবি, কাউকে আলোচনায় ডাকা	নিষেধাজ্ঞা, শান্তিরক্ষা মিশন, নতুন সদস্যের সুপারিশ, মহাসচিব
লাগে	যেকোনো ৯টি "হ্যাঁ"	৯টি "হ্যাঁ", পাঁচ স্থায়ী সদস্যের কেউ "না" নয়
ভেটো	চলে না	**চলে**

তাই কোনো স্থায়ী সদস্যের একটি "না" মানেই প্রস্তাব বাতিল; এটাই ভেটো (Veto)। ভেটো শব্দটি লাতিন, অর্থ "আমি নিষেধ করি"। তবে সনদে শব্দটি কোথাও নেই, ধারা ২৭-এ লেখা "স্থায়ী সদস্যদের সম্মতি"। প্রথা অনুযায়ী স্থায়ী সদস্য ভোটে বিরত থাকলে বা অনুপস্থিত থাকলে সেটা ভেটো ধরা হয় না।

কেন হয়: বড় শক্তিগুলো বেরিয়ে যাওয়ায় লীগ অব নেশনস অকার্যকর হয়ে পড়েছিল। তাই ১৯৪৫ সালের ইয়াল্টা সম্মেলনে ঠিক হয়, পাঁচ বড় শক্তির হাতে প্রস্তাব আটকে দেওয়ার ক্ষমতা থাকবে, যাতে তারা ব্যবস্থার ভেতরেই থাকে।

ভেটোর দুই দিক

পক্ষে	বিপক্ষে
বড় শক্তিকে জাতিসংঘের ভেতরে রাখে	একটি "না"-তেই পুরো পরিষদ অচল
বড় শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধের সিদ্ধান্ত ঠেকায়	গণহত্যার মতো সংকটেও ব্যবস্থা আটকে যায়
সিদ্ধান্ত হলে তা কার্যকর করার শক্তি থাকে	পাঁচ দেশ বনাম বাকি সবার সমতার নীতি ভাঙে

ভেটো তুলে দিতে সনদ বদলাতে হয়। ধারা ১০৮ অনুযায়ী সংশোধন কার্যকর হতে সাধারণ পরিষদের দুই-তৃতীয়াংশ ভোট আর মোট সদস্যের দুই-তৃতীয়াংশের অনুসমর্থন লাগে, যার মধ্যে পাঁচ স্থায়ী সদস্যই থাকতে হবে। তাই সংস্কারের চেষ্টা এগিয়েছে অন্য পথে: ২০০৫ সালে কফি আনানের "In Larger Freedom" প্রতিবেদন পরিষদ বড় করার প্রস্তাব দেয়; ২০১৫ সালে ফ্রান্স আর মেক্সিকো প্রস্তাব করে, গণহত্যার মতো ব্যাপক নৃশংসতায় স্থায়ী সদস্যরা স্বেচ্ছায় ভেটো দেবে না; আর ২৬ এপ্রিল ২০২২ সাধারণ পরিষদের প্রস্তাব **৭৬/২৬২** ("ভেটো উদ্যোগ") অনুযায়ী এখন কোনো ভেটো পড়লে ১০ কর্মদিবসের মধ্যে সাধারণ পরিষদে বিতর্ক বসে।

সংস্কার নিয়ে কোন গ্রুপ কী চায়

গ্রুপ	কারা	কী চায়
G4	ব্রাজিল, জার্মানি, ভারত, জাপান	নিজেদের জন্য স্থায়ী আসন, একে অন্যকে সমর্থন
Uniting for Consensus ("কফি ক্লাব")	ইতালির নেতৃত্বে, পাকিস্তানসহ	নতুন স্থায়ী আসন নয়, অস্থায়ী আসন বাড়ুক
এজুলউইনি ঐকমত্য (২০০৫)	আফ্রিকান ইউনিয়ন (C-10 দেশ এটা তুলে ধরে)	আফ্রিকার জন্য ভেটোসহ ২টি স্থায়ী, ৫টি অস্থায়ী আসন
L.69	এশিয়া, আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকার উন্নয়নশীল দেশ	দুই ধরনের আসনই বাড়ুক

৩.৩ নিরাপত্তা পরিষদের ক্ষমতা

ধারা ২৫ অনুযায়ী নিরাপত্তা পরিষদের সিদ্ধান্ত মানতে সব সদস্য রাষ্ট্র বাধ্য, যেখানে সাধারণ পরিষদের প্রস্তাব সাধারণত সুপারিশ। বিরোধ দেখা দিলে নিরাপত্তা পরিষদ আগে আলোচনা আর মধ্যস্থতার সুপারিশ করে (অধ্যায় ৬)। তাতে কাজ না হলে অধ্যায় ৭ অনুযায়ী অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা দিতে পারে (ধারা ৪১), শেষ উপায় হিসেবে সামরিক ব্যবস্থাও নিতে পারে (ধারা ৪২)।

জাতিসংঘে নতুন সদস্য নেয় সাধারণ পরিষদ, তবে **নিরাপত্তা পরিষদের** সুপারিশে [২৭ প্রিলি]। সদস্যপদ স্থগিত বা বহিষ্কার আর মহাসচিবের নিয়োগও হয় নিরাপত্তা পরিষদের সুপারিশে। আন্তর্জাতিক আদালতের রায় কেউ না মানলে বিষয়টি এখানে তোলা যায় (ধারা ৯৪)।

৩.৪ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে জাতিসংঘের ভূমিকা

১৯৭১ থেকে ১৯৭৪: নিরাপত্তা পরিষদ আর বাংলাদেশ

তারিখ	ঘটনা
৪ ডিসেম্বর ১৯৭১	যুদ্ধবিরতি ও সেনা প্রত্যাহারের মার্কিন খসড়া; **সোভিয়েত ভেটো** [৪০ প্রিলি]
৫ ডিসেম্বর	আট দেশের খসড়ায় দ্বিতীয় সোভিয়েত ভেটো; চীন নিজের যুদ্ধবিরতির খসড়া তোলে, আর সোভিয়েত খসড়ার (আগে পূর্ব পাকিস্তানে রাজনৈতিক সমাধান) বিরোধিতা করে; সোভিয়েত খসড়া প্রয়োজনীয় ভোট পায়নি, চীনের খসড়ায় ভোটই হয়নি
৬ ডিসেম্বর	নিরাপত্তা পরিষদ অচল, প্রস্তাব ৩০৩-এ বিষয়টি সাধারণ পরিষদে পাঠানো হয় ("শান্তির জন্য ঐক্য" পথে)
৭ ডিসেম্বর	সাধারণ পরিষদের প্রস্তাব ২৭৯৩: যুদ্ধবিরতি ও সেনা প্রত্যাহারের আহ্বান, ১০৪-১১-১০ ভোটে (পক্ষে ১০৪, বিপক্ষে ১১, ভোটদানে বিরত ১০)
১৩ ডিসেম্বর	নতুন মার্কিন খসড়ায় তৃতীয় সোভিয়েত ভেটো
১৫ ডিসেম্বর	পোল্যান্ডের খসড়ায় যুদ্ধবিরতির সঙ্গে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর আর পাকিস্তানি বাহিনী প্রত্যাহারের কথা ছিল; এর প্রতিবাদে পাকিস্তানের প্রতিনিধি জুলফিকার আলী ভুট্টো খসড়ার কাগজ ছিঁড়ে সভা ছেড়ে যান
১৬ ডিসেম্বর	বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করে, যুদ্ধের অবসান ঘটে
২১ ডিসেম্বর	নিরাপত্তা পরিষদের প্রস্তাব ৩০৭: স্থায়ী যুদ্ধবিরতি, ১৩-০-২ ভোটে
২৫ আগস্ট ১৯৭২	বাংলাদেশের সদস্যপদের খসড়ায় **চীনের প্রথম ভেটো**
১০ জুন ১৯৭৪	প্রস্তাব ৩৫১: নিরাপত্তা পরিষদ সর্বসম্মতভাবে বাংলাদেশের সদস্যপদের সুপারিশ করে
১৭ সেপ্টেম্বর ১৯৭৪	বাংলাদেশ জাতিসংঘের **১৩৬তম** সদস্য

সাধারণ পরিষদে কোনো দেশের ভেটো দেওয়ার ক্ষমতা নেই, তাই ৭ ডিসেম্বরের প্রস্তাব বিপুল ভোটে পাস হয়। তবে সাধারণ পরিষদের প্রস্তাব একটি সুপারিশ মাত্র, যা কোনো দেশকে মানতে বাধ্য করে না; পাকিস্তান তা মেনে নেয়, কিন্তু ভারত জানায়, বাংলাদেশ থেকে পাকিস্তানি বাহিনী না সরা পর্যন্ত যুদ্ধ থামবে না; ফলে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত লড়াই চলে।

৩.৫ নিরাপত্তা পরিষদে বাংলাদেশ

বাংলাদেশ দুবার নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্য হয়েছে: **১৯৭৯-৮০** [১৫ প্রিলি] আর **২০০০-০১**। ১০ নভেম্বর ১৯৭৮ নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্যপদের নির্বাচনে এশীয় আসনে বাংলাদেশের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল **জাপান** [১০ প্রিলি]। দুই দফা ভোটে কেউ দুই-তৃতীয়াংশ না পাওয়ায় জাপান প্রার্থিতা প্রত্যাহার করে, আর তৃতীয় দফায় ১২৫ ভোট পেয়ে বাংলাদেশ জয়ী হয়; তখন জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি খাজা মোহাম্মদ কায়সার। দ্বিতীয় মেয়াদে স্থায়ী প্রতিনিধি আনোয়ারুল করিম চৌধুরী মার্চ ২০০০-এ নিরাপত্তা পরিষদের সভাপতিত্ব করেন। ২০১৬-১৭ মেয়াদের প্রার্থিতা বাংলাদেশ ২০১৪ সালে জাপানের পক্ষে প্রত্যাহার করে; এখন বাংলাদেশ ২০৩১-৩২ মেয়াদের প্রার্থী (নভেম্বর ২০২৬ পর্যন্ত)।

২০২৭ সালে নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্য

মেয়াদ	দেশ
২০২৬-২৭ (দ্বিতীয় বছর)	বাহরাইন, কলম্বিয়া, কঙ্গো গণপ্রজাতন্ত্র, লাটভিয়া, লাইবেরিয়া
২০২৭-২৮ (প্রথম বছর)	অস্ট্রিয়া, কিরগিজস্তান, পর্তুগাল, ত্রিনিদাদ ও টোবাগো, জিম্বাবুয়ে

হালনাগাদ: নভেম্বর ২০২৬

পরীক্ষায় আরও যা এসেছে

মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের পক্ষে ভেটো
সোভিয়েত ইউনিয়ন
[৪০ প্রিলি] → পৃ. ৮

নতুন সদস্য নেওয়া হয় কার সুপারিশে
নিরাপত্তা পরিষদ
[২৭ প্রিলি] → পৃ. ১০

বাংলাদেশের প্রথম অস্থায়ী মেয়াদ
১৯৭৯-৮০
[১৫ প্রিলি] → পৃ. ১০

স্থায়ী সদস্য
যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, রাশিয়া, চীন
[৩৭ প্রিলি] → পৃ. ৮

১৯৬৫ সালের আগে সদস্য
১১টি
[১৬ প্রিলি] → পৃ. ৮

এশীয় আসনে বাংলাদেশের প্রতিদ্বন্দ্বী
জাপান
[১০ প্রিলি] → পৃ. ১০

মনে রাখুন

- এশিয়া থেকে ভেটোর অধিকারী দেশ একটিই, চীন।
- মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের পক্ষে ভেটো সোভিয়েত ইউনিয়নের; ১৯৭২-এ সদস্যপদের বিপক্ষে ভেটো চীনের।
- জাপান আর জার্মানি স্থায়ী সদস্য নয়।
- ১৯৪৬ সালে প্রথম ভেটো দেয় সোভিয়েত ইউনিয়ন।

বিসিএস রিটেন প্রশ্ন

৪৪তম বিসিএস: নিরাপত্তা পরিষদের ভোট ব্যবস্থায় ভেটো ক্ষমতার বিধান রাখার অন্তর্নিহিত যুক্তি কী?

- শুরুতে দুই লাইনে ভেটো কী: ধারা ২৭, পদ্ধতিগত বিষয়ে চলে না, অন্য সব বিষয়ে চলে।
- তারপর প্রেক্ষাপট: বড় শক্তিগুলো বেরিয়ে যাওয়ায় লীগ অব নেশনস ভেঙে পড়েছিল, তাই ইয়াল্টায় (১৯৪৫) ঠিক হয় পাঁচ বড় শক্তিকে আটকানোর ক্ষমতা দিয়ে ব্যবস্থার ভেতরে রাখা হবে।
- মূল অংশে ওপরের "ভেটোর দুই দিক" ছকের পক্ষের তিন যুক্তি, প্রতিটি দুই-তিন বাক্যে।
- শেষে সীমাবদ্ধতা এক অনুচ্ছেদে (১৯৭১-এর তিন সোভিয়েত ভেটোর উদাহরণ দেওয়া যায়) আর সংশোধনের চেষ্টা: "শান্তির জন্য ঐক্য", ২০২২-এর প্রস্তাব ৭৬/২৬২।

৩৬তম বিসিএস: নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধির পক্ষের যুক্তিগুলো কী?

- শুরুতে এখনকার গঠন: ৫ স্থায়ী, ১৯৪৫ সালের শক্তির হিসাবে।
- যুক্তিগুলো পয়েন্টে: সদস্য ৫১ থেকে ১৯৩, অথচ স্থায়ী আসন বাড়েনি; আফ্রিকা আর লাতিন আমেরিকা থেকে কেউ নেই; জাপান-জার্মানির মতো বড় চাঁদাদাতা আর ভারত-ব্রাজিলের মতো বড় দেশ বাইরে; বৈধতা আর কার্যকারিতা বাড়বে।
- তারপর কারা কী চায়: G4 আর এজুলউইনি ঐকমত্য, ওপরের ছক থেকে।
- শেষে এক অনুচ্ছেদে বিপক্ষের কথা (Uniting for Consensus) আর বাংলাদেশের অবস্থান।

৩৫তম বিসিএস: সনদ অনুসারে নিরাপত্তা পরিষদের গঠন ও মূল দায়িত্ব কী? সমসাময়িক বিশ্বের শক্তির ভারসাম্যের প্রতিফলনে সংস্কারের দাবি আলোচনা করুন।

- প্রথম অংশে গঠন: ধারা ২৩ (১৫ সদস্য, ৫ স্থায়ী ও ১০ অস্থায়ী), নির্বাচন আর মেয়াদ।
- দায়িত্ব: ধারা ২৪ (শান্তি রক্ষার প্রধান দায়িত্ব), ধারা ২৫ (সিদ্ধান্ত মানা বাধ্যতামূলক), অধ্যায় ৬ ও ৭।
- দ্বিতীয় অংশে সংস্কারের দাবি: ওপরের প্রশ্নের যুক্তিগুলো, সঙ্গে ভেটো সংস্কার (ফ্রান্স-মেক্সিকো, ৭৬/২৬২)।
- শেষে চার গ্রুপের ছক আর কেন সংস্কার আটকে আছে: ধারা ১০৮।

৩৪তম বিসিএস: নিরাপত্তা পরিষদে অস্থায়ী সদস্য দেশের ভূমিকা; সৌদি আরবের অস্থায়ী সদস্যপদ প্রত্যাখ্যানের কারণ।

- অস্থায়ী সদস্যের ক্ষমতা: ভেটো নেই, কিন্তু সিদ্ধান্তে ৯ ভোট লাগে বলে ৭টি অস্থায়ী সদস্য একসঙ্গে "না" বললে কোনো প্রস্তাব পাস হয় না।
- সভাপতির মাসে আলোচ্যসূচি ঠিক করার সুযোগ; নিজের অঞ্চলের প্রশ্ন তোলা।
- উদাহরণ: বাংলাদেশের দুই মেয়াদ (১৯৭৯-৮০, ২০০০-০১), মার্চ ২০০০-এর সভাপতিত্ব।
- সৌদি আরব (অক্টোবর ২০১৩): নির্বাচিত হয়েও আসন নেয়নি, প্রতিবাদ ছিল সিরিয়া আর ফিলিস্তিন প্রশ্নে পরিষদের ব্যর্থতা নিয়ে; তার জায়গায় আসে জর্ডান।

৩২ ও ২৯তম বিসিএস: নিরাপত্তা পরিষদে কোন কোন দেশের ভেটো ক্ষমতা আছে?

- যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, রাশিয়া ও চীন; এক লাইনে যোগ করুন, এশিয়া থেকে একমাত্র চীন।

৩১তম বিসিএস: টীকা: নিরাপত্তা পরিষদ; অস্থায়ী সদস্যসংখ্যা আর তখনকার (২০১১) অস্থায়ী সদস্য।

- টীকায় গঠন, দায়িত্ব, ভেটো আর বাংলাদেশের দুই মেয়াদ, পাঁচ-ছয় বাক্যে।
- অস্থায়ী সদস্য ১০টি, মেয়াদ ২ বছর; কোন বছরের সদস্য চাওয়া হলে সেই বছরের তালিকা জাতিসংঘের সাইট থেকে মুখস্থ নয়, পরীক্ষার আগের সপ্তাহে দেখে নিন।

২১ ও ১৫তম বিসিএস: স্থায়ী সদস্য বাড়ানো, বা ভেটো বিলুপ্তি নিয়ে আপনার মত।

- আগে ভেটো কী, তারপর ওপরের ছকের দুই দিক।
- মত দিন যুক্তিসহ, যেমন: পুরো বিলুপ্তি বাস্তবসম্মত নয় (ধারা ১০৮), তবে গণহত্যার মতো ক্ষেত্রে ভেটো না দেওয়ার প্রতিশ্রুতি আর ৭৬/২৬২-এর মতো জবাবদিহি বাড়ানো যায়।

২০ ও ১৮তম বিসিএস: মোট সদস্যসংখ্যা; স্থায়ী সদস্য হতে বাদ পড়েছে কোন দেশ?

- মোট সদস্য ১৫।
- বাদ পড়েছে তাইওয়ানভিত্তিক চীন প্রজাতন্ত্র (১৯৭১-এ আসন গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের) আর সোভিয়েত ইউনিয়ন (১৯৯১-এ আসন রাশিয়ার)।

তথ্যসূত্র: জাতিসংঘ সনদ (ধারা ৪-৭, ২৩-২৮, অধ্যায় ৬-৭, ধারা ৯৪, ১০৮); নিরাপত্তা পরিষদের সভার নথি (১৯৭১); সাধারণ পরিষদের প্রস্তাব ২৭৫৮, ২৭৯৩ ও ৭৬/২৬২; নিরাপত্তা পরিষদের প্রস্তাব ৩০৭ ও ৩৫১।

অনুচ্ছেদ ৪

মহাসচিব ও সচিবালয়

Secretary-General and Secretariat

> ১৮ সেপ্টেম্বর ১৯৬১, রাত। কঙ্গোর গৃহযুদ্ধ থামাতে যুদ্ধবিরতির আলোচনায় যাচ্ছিলেন জাতিসংঘের দ্বিতীয় মহাসচিব দাগ হ্যামারশোল্ড। পথে এনডোলার (আজকের জাম্বিয়ায়) কাছে তাঁর বিমান ভেঙে পড়ে, আরোহীদের কেউ বাঁচেননি। সে বছরের নোবেল শান্তি পুরস্কার ঘোষণা হয় তাঁর মৃত্যুর পর, তাঁর নামেই। শান্তিরক্ষায় প্রাণ উৎসর্গ করা সদস্যদের সম্মানে জাতিসংঘ যে সর্বোচ্চ সম্মাননা দেয়, তার নামও হ্যামারশোল্ড পদক।

সচিবালয় (Secretariat): জাতিসংঘের ছয় প্রধান অঙ্গের একটি, জাতিসংঘের দপ্তর (ধারা ৭)। **মহাসচিব (Secretary-General):** ধারা ৯৭ অনুযায়ী জাতিসংঘের প্রধান প্রশাসনিক কর্মকর্তা, সচিবালয়ের প্রধান।

এক নজরে

মহাসচিব এ পর্যন্ত **৯ জন**	মেয়াদ **৫ বছর**
নিয়োগ **সাধারণ পরিষদ**	সুপারিশ **নিরাপত্তা পরিষদ**
নবম **গুতেরেস, ২০১৭-২০২৬**	

পরীক্ষায় যা এসেছে

UNDP-র শীর্ষ পদ
প্রশাসক
[৩৬ প্রিলি] → পৃ. ১৪

৪.১ কীভাবে নিয়োগ, কী ক্ষমতা

ধারা ৯৭ অনুযায়ী মহাসচিবকে নিয়োগ দেয় সাধারণ পরিষদ, নিরাপত্তা পরিষদের সুপারিশে; তাই পাঁচ স্থায়ী সদস্যের যেকোনো একটি ভেটো দিয়ে কোনো প্রার্থীকে আটকাতে পারে। মেয়াদ প্রথা অনুযায়ী ৫ বছর, সাধারণত দুই মেয়াদ; এই প্রথার ভিত সাধারণ পরিষদের ১৯৪৬ সালের একটি প্রস্তাব।

ধারা ৯৯ মহাসচিবকে একটি বিশেষ ক্ষমতা দেয়: শান্তির প্রতি হুমকি মনে হলে তিনি যেকোনো বিষয় নিরাপত্তা পরিষদে তুলতে পারেন। ডিসেম্বর ২০২৩-এ আন্তোনিও গুতেরেস গাজা প্রশ্নে এই ধারা প্রয়োগ করে নিরাপত্তা পরিষদকে চিঠি দেন। ধারা ১০০ বলে, সচিবালয়ের কর্মীরা কোনো সরকারের নির্দেশ নেন না।

৪.২ নয় মহাসচিব

বর্তমান (নবম) মহাসচিব (নভেম্বর ২০২৬ পর্যন্ত) **আন্তোনিও গুতেরেস**, **পর্তুগালের** নাগরিক, অর্থাৎ **ইউরোপ** মহাদেশের মানুষ [২৫ ও ২০ প্রিলি]। দায়িত্ব নেন ১ জানুয়ারি ২০১৭, আগে ছিলেন UNHCR-এর প্রধান (২০০৫-২০১৫)। জাতিসংঘের প্রথম মহাসচিব নরওয়ের **ট্রিগভে লি** [২৬ ও ১০ প্রিলি]।

দ্বিতীয় মহাসচিব সুইডেনের **দাগ হ্যামারশোল্ড** (১৯৫৩-১৯৬১) শান্তিরক্ষাকে জাতিসংঘের নিয়মিত কাজে পরিণত করেন; ১৯৫৬ সালে সুয়েজ সংকটে প্রথম সশস্ত্র শান্তিরক্ষী বাহিনী তাঁর সময়েই। কঙ্গো যাওয়ার পথে বিমান দুর্ঘটনায় তাঁর মৃত্যু [১৮ প্রিলি] ঘটে, আর তার এক মাস পরে, ২৩ অক্টোবর ১৯৬১, ঘোষণা হয় তাঁর নোবেল শান্তি পুরস্কার। শান্তিতে তিনিই একমাত্র মরণোত্তর বিজয়ী; ১৯৭৪ থেকে নোবেলের নিয়মে মৃত কাউকে পুরস্কার দেওয়া যায় না। ১৯৯৭ সালে নিরাপত্তা পরিষদ তাঁর নামে চালু করে **হ্যামারশোল্ড পদক** (বাংলাদেশি শান্তিরক্ষীদের কথা শান্তিরক্ষা মিশন ও বাংলাদেশ, পৃ. ১৭)।

প্রথম মহাসচিব
ট্রিগভে লি
[২৬ ও ১০ প্রিলি] → পৃ. ১৩

আফ্রিকা থেকে কফি আনান কততম
দ্বিতীয়
[২৬ প্রিলি] → পৃ. ১৩

বর্তমান মহাসচিবের দেশ
পর্তুগাল (আন্তোনিও গুতেরেস)
[২৫ প্রিলি] → পৃ. ১৩

বর্তমান মহাসচিবের মহাদেশ
ইউরোপ
[২০ প্রিলি] → পৃ. ১৩

বিমান দুর্ঘটনায় মৃত্যু
দাগ হ্যামারশোল্ড
[১৮ প্রিলি] → পৃ. ১৩

মনে রাখুন

- নিয়োগ সাধারণ পরিষদের, সুপারিশ নিরাপত্তা পরিষদের।
- নোবেল পাওয়া দুই মহাসচিব: হ্যামারশোল্ড (১৯৬১), কফি আনান (২০০১)।

নয় মহাসচিব: কে, কোন দেশের, কেন মনে রাখবেন

ক্রম ও নাম	দেশ	মেয়াদ	কেন মনে রাখবেন
১. ট্রিগভে লি	নরওয়ে	১৯৪৬-১৯৫২	প্রথম মহাসচিব
২. দাগ হ্যামারশোল্ড	সুইডেন	১৯৫৩-১৯৬১	বিমান দুর্ঘটনায় মৃত্যু; মরণোত্তর নোবেল
৩. উ থান্ট	মিয়ানমার (তখন বার্মা)	১৯৬১-১৯৭১	এশিয়া থেকে প্রথম; ১৯৭১-এ শরণার্থী ত্রাণে জাতিসংঘের সহায়তা চালু করেন, ৩ ডিসেম্বর নিরাপত্তা পরিষদকে সীমান্তে পর্যবেক্ষক পাঠানোর প্রস্তাব দেন
৪. কুর্ট ওয়াল্ডহেইম	অস্ট্রিয়া	১৯৭২-১৯৮১	পরে অস্ট্রিয়ার রাষ্ট্রপতি
৫. হাভিয়ের পেরেজ দে কুয়েয়ার	পেরু	১৯৮২-১৯৯১	লাতিন আমেরিকা থেকে একমাত্র
৬. বুট্রোস বুট্রোস-ঘালি	মিসর	১৯৯২-১৯৯৬	আফ্রিকা থেকে প্রথম; দ্বিতীয় মেয়াদে যুক্তরাষ্ট্রের ভেটো
৭. কফি আনান	ঘানা	১৯৯৭-২০০৬	আফ্রিকা থেকে **দ্বিতীয়** [২৬ প্রিলি]; ২০০১-এ জাতিসংঘের সঙ্গে নোবেল
৮. বান কি মুন	দক্ষিণ কোরিয়া	২০০৭-২০১৬	এশিয়া থেকে দ্বিতীয়
৯. আন্তোনিও গুতেরেস	পর্তুগাল	২০১৭-২০২৬	আগে UNHCR-এর হাইকমিশনার

হালনাগাদ: নভেম্বর ২০২৬

এখনো কোনো নারী মহাসচিব হননি। মহাদেশ ধরে: ইউরোপ ৪, আফ্রিকা ২, এশিয়া ২, লাতিন আমেরিকা ১।